১৭-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্যস্বরূপ বাবার সাথে সত্যে আবদ্ধ থাকো, যদি সত্যি কথা না বলো তাহলে পাপ সমানে বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।"

প্রশ্ন :- যখন তোমরা, বাচ্চারা কর্মাতীত অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তখন কি রকম অনুভূতি হবে?

উত্তর :- এমন অনুভব হবে যেন মায়ার তুফান সমস্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে । কোনো বাধা বিঘ্নে ঘাবড়ে যাবে না । অবস্থা একদম নির্ভয় থাকবে । যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অবস্থা(কর্মাতীত) দূরে থাকে মায়ার তুফান খুব হয়রান করে । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা যত তোমরা শক্তিশালী হও মায়া ততটাই শক্তিশালী হয়ে তোমাদের কাছে আসে। কিন্তু তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, ভয় পেয়োনা না । সত্যরূপ বাবার সাথে সত্য পথে আর স্বচ্ছ ভাবে চলতে থাকো । কখনো কোনো কথা লুকোবে না ।

গান :- (জাগ সজনিয়া জাগ...)
বধূ ওঠো এবার ওঠো.... নতুন দিনের ভোর আগত....

ওম্ শান্তি । এখানকার বাচ্চারা তো এই গান রোজ শুনে থাকে । সেন্টারে যে বি. কে-রা থাকেন তাঁরাও শোনেন । বাইরের লোকেরা তো শোনে না । বাস্তবে তো এই গান অন্যান্য সব বাচ্চাদের ঘরে থাকা উচিত । সবাইকে জাগতে হবে, কেননা এই গানের গুপ্ত অর্থ খুব সুন্দর । নতুন যুগ আসছে । নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ । এটা হল কলিযুগ । কলিযুগের বিনাশ হবে । সত্যযুগে রাজধানী ভারতবাসীদেরই হয়ে থাকে । যাকে স্বর্ণযুগের (golden age) পৃথিবী বলা হয় । স্বর্ণযুগের পৃথিবীতে স্বর্ণযুগের ভারত । লৌহযুগের পৃথিবীতে লৌহযুগের ভারত । এটাও তোমরা জানো । তাই জন্য স্বর্ণযুগে আর অন্য কোনো খন্ড বা ধর্ম হয় না । এখন তো লৌহযুগ, তাই এখানে সব ধর্ম আছে । ভারতের ধর্ম আছে নিশ্চয়ই । কিন্তু সেটা দেবী দেবতার ধর্ম নয়।কিন্তু আবার সেই ধর্ম হবে নিশ্চয়ই । তাই তো বাবা বলেন, "আমি এসে স্থাপনা করি" । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । শাস্ত্রের কথা যখন কেউ বলে তাকে বলা দরকার যে, এতো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র । জ্ঞান মার্গের শাস্ত্র হয় না ।জ্ঞানের সাগর তো পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । যখন উনি এসে জ্ঞান দেন তখন সদগতি হয়ে যায় । এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র ভক্তি মার্গের জন্য হয়। আমি এসে তোমাদের, বাচ্চাদের জ্ঞান আর যোগ শিক্ষা দিয়ে থাকি । তারপর উনি শাস্ত্র তৈরি করেন, যা কিনা ভক্তি মার্গে কাজে আসে । এখন তো তোমাদের আরোহী(চড়তী) কলা অবস্থা । তোমাদের বাবা এসে জ্ঞান দান করেন । বাবা স্বয়ং বলেন আমি তোমাদের সদগতির জন্য যে জ্ঞান দিই তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় । এখন বাবা বলছেন যে, তোমরা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি শুনো না । এই রুহানি বাবা তো সবার একই হন । সদগতির বর্সা (অধিকার) তো ওনার থেকেই পাওয়া যায় ।এটা তো দুর্গতি ধাম, সদগতি ধাম তো সত্যযুগকে বলা হয় । যখন কেউ শাস্ত্রের কথা, বেদ অথবা গীতা শাস্ত্রের কথা বলে, তাদের বলো যে আমরা সব জানি । কিন্তু এইগুলো সব ভক্তি মার্গের । আমরা ওইসবের নাম কেন নেবো! এখন তো জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা

সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে! ভক্তি মার্গে তো অনেক রকমের বিকর্ম হতে থাকে । আমাদের তো বাবা বলেছেন "মনমনাভব "। উঁনিই জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন । কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয় না । এখন তো আমরা কেবল বাবাকেই অনুসরণ করবো । ওঁনাকে বলা হয় শিব পরমাত্মায় নমঃ, বাদবাকি সবাইকে বলা হবে দেবতায় নমঃ..... এই সময় তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সতোপ্রধান হবার রাস্তা একমাত্র বাবা এসে দেখান । এখন তো কেবলমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । ব্রহ্মাকে স্মরণ করতে হবে না, সেতো তো ঘর । ঘরকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । কিন্তু ঘরের মধ্যে যে পরমপিতা পরমাত্মা আছেন তাঁকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । আর আত্মা সতোপ্রধান হয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে, তারপর আবার ফিরে আসবে নিজের পার্ট করতে। চক্রের রহস্য বুঝতে হবে । প্রথমে তো এটা বুঝতে হবে যে এদেরকে জ্ঞান শোনান নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমরা তো ব্রহ্মার থেকে জ্ঞান শোনো, ওদের বলো যে, না, আমাদের এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা বোঝান । আমরা এঁনাকে(ব্রহ্মা) পরমাত্মা মানি না । সবার বাবা হলেন শিব, বর্সা(অধিকার) ওনার(শিব) থেকে প্রাপ্ত করি, ইনি (ব্রহ্মা) হলেন মাধ্যম(ঋু) ব্রহ্মার থেকে কিছু প্রাপ্ত হয় না । ওনার মহিমা কি? মহিমা সমস্ত শিবের উনি যদি এনার(ব্রহ্মা) মধ্যে না আসতেন তাহলে তোমরা কেমন করে আসতে ।শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের দত্তক (adopt) করেছেন, তাই জন্য তো তোমাদের বি. কে বলা হয় ।তা জন্য ব্রাহ্মণ কুল দরকার, তাই না । কোনো মানুষ অথবা শাস্ত্র ইত্যাদি মুক্তি জীবন মুক্তির পথ দেখাতে পারে না । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা সদগতি দাতাই পথ দেখাতে পারেন । এই ব্যাপারে অনেক কথা বলার প্রয়োজন নেই । তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া দরকার যে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে ভক্তি করেছি ।এখন বাবা আমাদের বলছেন যে, এই অন্তিম জন্মে গৃহস্থ সংসারে থেকে পদ্ম (কমল) ফুলের মতো পবিত্র থাকো আর আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের এই অন্তিম জন্মের অথবা অতীত জন্মের সমস্ত পাপ ভষ্ম হয়ে যাবে । আর তোমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে । পবিত্র না হলে পরে কেউ যেতে পারবে না । প্রথমত এই কথা আগে বোঝানো হলে নিরাকার শিববাবা বলেন যে, হে! আত্মারা, আমি ব্রহ্মা দেহে প্রবেশ করে জ্ঞান দান করি । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করি। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দান করি । জ্ঞান যজ্ঞকে সামলাতে ব্রাহ্মণও তো দরকার, তাই না । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমরা জানো যে মৃত্যুলোক এখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে । কলিযুগকে মৃত্যুলোক আর সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয় । ভক্তির রাত্রি এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে । ব্রহ্মার দিন শুরু হবে । ব্রহ্মা যে বিষ্ণু এইটা কেউ বুঝতে পারে না । তখনই বুঝতে পারবে যখন সাতদিন এসে জ্ঞান শুনবে । প্রদর্শনীতে কারো বুদ্ধিতে ঢোকে না ।কেবল বলে এই পথ ভালো, বোঝার যোগ্য । প্রধান কথা বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব । উনি বলেন আমাকে স্মরণ করো । বাকি সমস্ত জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়তে পড়তে নামছো । তারপর সিঁড়ির চিত্র বুঝিয়ে ঝাড়ের চিত্র বোঝাতে হবে, তোমরা হলে নিবৃত্তি মার্গের । আমরা হলাম প্রবৃত্তি মার্গের । আমাদের তো বেহদের সন্ন্যাস । যখন ভক্তি পুরো হয়ে যায় তখন পুরো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য হয়ে যায় আর ভক্তির থেকেও বৈরাগ্য হয়ে যায় । ভক্তি হয় রাবণ রাজ্যে । এখন শিববাবা শিবালয় স্থাপন করছেন । শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে শিববাবা এসে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছেন আর নরকের বিনাশ করেছেন । নতুন দুনিয়ায় যারা আসেন তারা রাজযোগ শিখছেন । স্বর্গে পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছু আছে । এখানে যে সমস্ত সন্ন্যাসী ইত্যাদি আছেন, ওঁরা অর্ধ পবিত্রতাতে আছেন, ওঁনারা গৃহস্থে জন্ম নিয়ে, বিকারী ঘরে ঘুরে তারপর আবার সন্ন্যাস নেন । এই সব তো বোঝার কথা । শিববাবা পতিত পাবন আমাদের

ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান । ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শিখিয়ে এই বানাচ্ছেন । রাজযোগ দ্বারা রাজত্ব স্থাপনা করা হয় । এই গীতা এপিসোড এখন পুনরাবৃত্ত হচ্ছে । তোমাদের যদি রাজযোগ শিখতে হয়, তাহলে এসে শেখো । এই জ্ঞান হলো প্রবৃত্তি মার্গের । ভগবানুবাচ -- গৃহস্থ সংসারে পবিত্র থেকে আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই পবিত্র হবার জন্য । একটু কথা বলতে হবে । দ্বিধায় (confused) থেকো না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে রাত্রি বেলা বসে চিন্তা ভাবনা করো আজ সারাদিনে যা কিছু কর্ম অতীত হয়েছে, যা সার্ভিস হওয়ার ছিল, তাই ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে । পুরুষার্থ তো করতে হবে, তাই না । প্রদর্শনীতে বাচ্চারা কত পরিশ্রম করে । এটা তো জানা যে - মায়ার তুফান খুব কঠোর, অনেক বাচ্চারা বলে যে, বাবা এইসব বন্ধ করুন । আমাদের কোনো বিকল্প তো নেই । বাবা বলেন - এতে ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো মায়াকে বলবো যে আরো জোরে তুফান আনো ।বক্সিং এর সময় কেউ কি বলে - আমাকে উল্টো পাল্টা মেরো না যাতে আমি পড়ে যাই ।তোমরা তো যুদ্ ক্ষেত্রে আছো বাবাকে ভুলে গেলে মায়া থাপ্পড় মারবে । মায়ার তুফান তো অন্তিম কাল অবধি আসতে থাকবে । যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে তখন এর থেকে মুক্ত হবে । ঝড় তুফান তো অনেক আসবে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই । বাবার সাথে সত্যপথে চলো। সত্য চার্ট পাঠানো উচিত । অনেক বাচ্চারা আছে যারা সকালে উঠে স্মরণের জন্য বসে না, শুয়ে থাকে । এইটা তো বুঝতে পারে না যে যদি শ্রীমত অনুসরণ না করা হয় আমরা নিজেরাই নিজেদের কল্প কল্পান্তরের জন্য সর্বনাশ করে ফেলছি । খুব বড় রকমের আঘাত লাগছে । এমনও অনেক বাচ্চারা আছে যারা কখনো সত্যি কথা বলে না, তাহলে তাদের কি গতি হবে । পতন হবে ।মায়া থাপ্পড় খুব জোরে লাগায় । জানতেই পারে না । সারাদিন গালগল্প করে কাটিয়ে দেয় । সত্যি কথা না বলার জন্য তাদের মিথ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ।তাই সত্যি কথা বলা উচিত । আজ এই ভুল করেছে, মিথ্যা বলেছে । যদি এই রকম চলতে থাকে তাহলে এই সব (মিথ্যা) বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর কখনো সত্যপথে থাকবে না । স্বীকার করতে হবে যে আমরা এই ডিস সার্ভিস করেছি ।উনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন । সত্য না বললে বাবার হৃদয়ে উঠতে পারবে না । সত্য টেনে ধরবে। বাচ্চারা স্বয়ং জানে যে কে কে ভালো সার্ভিস করে থাকে । ভালো ভালো বাচ্চা অনেক কম সংখ্যক আছে । আমি চাই অজ্ঞদের মধ্যে ভালো ভালো বাচ্চাদের পাঠিয়ে দিই, তাহলে সবাই খুশি হয়ে যাবে, বাবা আমাদের কাছে বোম্বের প্রধান, কলকাতার প্রধানদের পাঠিয়েছেন । কেউ যদি আসে জিজ্ঞেস করে তাকে সোজাসুজি বলা দরকার যে পতিত পাবন পরমাত্মা সঙ্গমে এসে এই মহামন্ত্র দেন যে "মামেকম" স্মরণ করো । রাজযোগ তো বাবা তোমাদেরকে শেখাচ্ছেন । তোমাদের কাজ হলো অন্যদের পথ দেখানো । বাচ্চারা বলে - কলকাতা চলো । এখন বাবা তো বাচ্চাদের ছাড়া আর কারোর সাথে কথা বলতে পারেন না । তারপর তো আবার বলবে যে ইনি তো কারোর সাথে মেশেন না । আমরা কেমন করে বুঝবো যে ইনি কে? কেননা ওনারাতো ভক্তির কথা বলেন। আত্মাদের পিতা কে, এটা তো কেউ বলতে পারে না । শিববাবা তো ভারতেই আসেন । এই সমস্ত কথা বোঝাতে অনেক সময় লেগে যাবে । বাবা তো কারোর সাথে নিজে দেখা করেন না । বাচ্চাদের তো মাথা ঠুকতে হবে দেখার জন্য । এখানে তো কত পরিশ্রম করতে হয় বাচ্চাদেরকে - - - শোধরাবার জন্য । বাবাকে তো কেউ সত্য সমাচার দেয় না ।বাবা আমরা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি, অমুক প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি নি । আমরা ভুল করেছি । সারাদিন কি কি করা হয়, লিখে রাখা উচিত । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে চিঠি লিখো না । বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা এমন মত দেবেন যাতে যে কারুর কল্যাণ হয়ে যাবে ।বাবার কাছে লিখে পাঠালে বাবা সেটা

সংশোধন করে দেবেন । বাবা তো যুক্তি বলে দেন দেহী অভিমানী হয়ে লিখলে পরে সেটা পড়ে উনি গদ - গদ হয়ে যাবেন । শিক্ষা খুব ভালো দেন। তোমাদের কাছে লক্ষ্য ও বিষয় বস্তু আছে, লক্ষ্মী নারায়ণ হবার । এই তোমাদের বাবা, শিক্ষক, গুরু, ভাই ইত্যাদি সব কিছু তিনি । প্রত্যেক কথায় নিজের রায় দিয়ে থাকেন তাই জন্য তোমাদের কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব থাকে না কেননা তোমরা শ্রীমতে চলেছো ।উনি বোঝান ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদির জন্য কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে যে কারোর হাতে খেতে হয় । না হলে ব্যবসা ইত্যাদি হাত থেকে বেরিয়ে যায় । চা না পান করলে মিনিষ্টার রুষ্ট হবে । তখন যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে যে আমি এই সময় চা পান করি না । আমার অসুবিধা হবে । কোথাও যদি বিয়ের নিমন্ত্রণ থাকে, না গেলে রুষ্ট হয়ে যায়। তখন বাবা বলেন এই এই করো, সব রকমের যুক্তি বলে দেন । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সর্বদা সত্য পথ অবলম্বন করে থাকবে । ওনার হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করার জন্য শ্রীমত সম্পূর্ণ অনুসরণ করবে ।

২) যুদ্ধক্ষেত্রে মায়ার বিকল্প থেকে,বাধা - বিঘ্ন থেকে ভয় পাবে না । নিজের চার্টে যেন সত্য কথা থাকে । কোনো গাল গল্প যেন না হয় ।

বরদান :- ডবল লাইট হয়ে কর্মাতীত অবস্থার অনুভবকারী কর্ম যোগী ভবঃ

কর্ম করা যেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে তেমনই কর্মাতীত হওয়াও স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এর জন্য ডবল লাইট থাকো । ডবল লাইট থাকতে গেলে কর্ম করা কালীন নিজেকে কে ট্রাস্টি ভাবো আর আত্মিক স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো, এই দুটো কথায় মন সংযোগ করলে সেকেন্ডে কর্মাতীত, সেকেন্ডে কর্মযোগী হয়ে যাবে । নিমিত্ত মাত্র হয়ে কর্ম করার জন্য কর্মযোগী হও তারপর কর্মাতীত অবস্থার অনুভব করো ।

স্লোগান :- যার হৃদয় বিরাট তার জন্য অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়ে যায় ।